The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আল-‘ইকদুল ফারীদ: পরিচিতি ও বিষয়বৈচিত্র

[AL-IQDUL FARID: INTRODUCTION AND VARIETY OF THEMES]

Md. Basirullah
PhD Researcher, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:
Received : 30 January 2025
Received in revised: 30 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Introduction, Nomenclature, variety of themes, Biography, Characterisrics, Review.

ABSTRACT

Ibn ‘Abd Rabbih was a prominent poet and literary scholar of Muslim Spain, born in 860 AD in Córdoba. He gained recognition for his poetry, particularly his panegyrics dedicated to various rulers from Muhammad I to Caliph An-Nasir. His most famous work, Al-Iqdul Farid (The Unique Necklace), is a 25-volume literary encyclopedia covering a wide range of topics, including history, politics, literature, philosophy, and science. Each volume is named after a precious gem. The book became a cornerstone of Arabic literature, widely published and studied, solidifying Ibn ‘Abd Rabbih’s legacy as a major literary figure.

ভূমিকা

স্পেনে মুসলিম শাসনকাল (৭১১-১৮৯২খ্রি.) প্রায় আট শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। মুসলিম শাসনের এই দীর্ঘ সময়ে স্পেন তথা আল-আন্দালুস (الأندلس) শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, স্থাপত্য ও কৃষিবিজ্ঞানে এক অনন্য নবজাগরণের যুগ উপহার দেয়। এ সময় অসংখ্য মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইউরোপের প্রথম দিককার উচ্চ বিদ্যাপীঠ গুলোর অন্যতম। যেখানে গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও সাহিত্য পাঠদান হতো। আবুল-কাশিম আয-যাহরাবি (৯৩৬-১০১৩ খ্রি.) একটি বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনা করেন। আল-মাজরিতি ও ইবন আল-সামহ গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার নতুন ব্যাখ্যা দেন এবং আধুনিক ত্রিকোণমিতির ভিত্তি স্থাপন করেন। ইবন হাজম, ইবন তুফায়েল ও ইবন রুশদের দর্শনচিন্তা মধ্যযুগীয় ইউরোপে যুক্তিবাদী চিন্তার নবযুগের সূচনা করে। একই সঙ্গে আন্দালুসিয়ান কবিরা যেমন ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ, ইবন জায়দুন ও ইবন খাফাজা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যরুচির সেতুবন্ধন ঘটান। মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তৎকালীন স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর পিতা রাজপ্রাসাদের কর্মচারী হওয়ার সুবাদে তিনিও রাজপ্রাসাদে নিজের জায়গা করে নেন। সেখানে তিনি প্রথম মোহাম্মদ (মৃ. ২৭৩ হি.)-এর শাসনকাল হতে খলিফা আন-নাসির (৩০০-৩৫০ হি.)-এর শাসনকালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন খলিফা, আমির ও রাজন্যবর্গের প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। তিনি আল-ইকদুল ফারীদ নামে এক জগদ্বিখ্যাত আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসকোষ সংকলন করেন। এই বর্ণাঢ্য গ্রন্থটিতে কাব্য, বক্তৃতা, বাগধারা, নীতিকথা, ইতিহাস ও ইসলামি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সংরক্ষিত রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য ও ইতিহাসের উৎসমূল থেকে উপাদান গ্রহণ করেন। এছাড়া আরো কিছু গ্রন্থ ও কাব্য রচনার মাধ্যমে তিনি আরবি সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর লিখিত প্রাপ্ত কবিতা গুলো নিয়ে আধুনিক কালে এসে ড. মুহাম্মদ আত-তুনজী ও ড. রিদওয়ান আদ-দায়া স্বতন্ত্র দুটি দীওয়ান সংকলন করেন। আরবি সাহিত্যে তিনি মূলত কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও গদ্য সাহিত্যেও তাঁর অবদান কম নয়।

লেখক পরিচিতি

আরবি সাহিত্যের অমর কীর্তি আল-ইকদুল ফারীদ গ্রন্থের লেখক হলেন ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ। তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ। পিতার নাম মোহাম্মদ ও দাদার নাম ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ।[১] তাঁর নসব নামা হলো- আবু ওমর আহমদ ইবন মোহাম্মদ ইবন ‘আব্দ রাব্বিহ ইবন হাবিব ইবন হুদাইর ইবন সালিম।[২] তাঁর উপাধি শিহাব উদ্দিন ও উপনাম আবু উমর। দাদার নাম অনুসারে তিনি সমাধিক পরিচিতি লাভ করেন।[৩] মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা নগরীতে জন্ম বলে তিনি আল কুর্তুবি নামেও পরিচিত। তাঁর দাদা ছিলেন স্পেনের দ্বিতীয় উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবন আব্দুর রহমানের দাস।[৪] তিনি ১০ই রমজান, ২৪৬ হি. মোতাবেক ২৯ শে নভেম্বর, ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন[৫] এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। শৈশবের প্রারম্ভিক সময়ে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেন। কিন্তু পরে পিতার কল্যাণে রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ পান। ফলে যুবরাজ, রাজ পরিবার, আমির-উমারা, সেনাপতিসহ বিভিন্ন রাজন্য ব্যক্তিবর্গের দরজা তাঁর

জন্য খোলা ছিল।[৬] ছোটবেলা থেকেই ইবন 'আব্দ রাব্বিহ'র জ্ঞান অর্জনের প্রতি টান ছিল।[৭] প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি চিকিৎসা ও সংগীত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তৎকালীন কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কাছ থেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কর্ডোভার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বাকি ইবন মাখলাদ (৮১৭-৮৮৯খ্রি.), বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবন ওয়াদ্দা (মৃ. ৮৯৯খ্রি.) এবং প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আব্দুস সালাম (মৃ. ৮৯৯খ্রি.)। তিনি তাঁদের থেকে ফিকহ, ইলমে হাদিস, ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।[৮] তৎকালীন মুসলিম স্পেনের জনগণ আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল আরবদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সুতরাং ইবন 'আব্দ রাব্বিহ আরবদের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালীন ইতিহাসের গ্রন্থগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই পড়ে ফেলেন। অতঃপর হজ পালন এবং আরবের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতিক বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি আরব অঞ্চল ভ্রমণ করেন।[৯] তিনি আরবের পবিত্র ঐতিহাসিক স্থানসমূহও ভ্রমণ করেন এবং আরবের কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করেন। এ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি সুন্দর বিবরণী তিনি তাঁর রচিত আল-'ইকদুল ফারীদ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন।[১০] আরবের ইতিহাস বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে তিনি অনেক আরবী কবিতা ও দীওয়ান মুখস্ত করেন এবং আরবী গদ্যের প্রায় সকল শাখা যেমন- আমছাল, হিকাম, সাজা, মাকামা, খুতবা, রাসায়িল, কাওয়ায়েদ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ'র কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। যৌবনে তিনি মদ পান ও সঙ্গীতে আসক্ত, ভোগবিলাসে মত্ত, কর্মহীন যুবক ছিলেন।[১১] জীবিকার তাকিদে পরে বাবার হাত ধরে রাজ দরবারে গমন করেন। আমির মোহাম্মদ (মৃ. ৮৮৬খ্রি.), তাঁর পুত্র মুনযির (মৃ. ৮৮৮খ্রি.) ও আব্দুল্লাহ (৯১২খ্রি.) এবং খলিফা আব্দুর রহমান আন নাসিরের (মৃ. ৯৬১খ্রি.) দরবারে তাদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে পর্যাপ্ত সম্পদ উপার্জন করেন।[১২] মূলত গদ্য-পদ্য সাহিত্য চর্চা করে তা থেকে উপার্জন করাই ছিল তার পেশা। শেষ পর্যায়ে এসে এই সাহিত্যিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।[১৩] দীর্ঘদিন দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করে ৮২ বছর বয়সে ১৮ই জমাদিউল উলা ৩২৮ হিজরী মোতাবেক ৯৪০খ্রি. ৩০ শে মার্চ কর্ডোভায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

আল-ইকদুল ফারীদ পরিচিতি

আব্বাসীয় শাসনামলের অনুকরণে তৎকালীন মুসলিম স্পেনে ও সাধারণত দুই ধরনের আরবি সাহিত্য কোষ রচনা হত। প্রথমতঃ আরবি সাহিত্যের ইতিহাস কোষ। দ্বিতীয়তঃ আরবি সাহিত্যকোষ।[১৫] দ্বিতীয় ধারার সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবন আব্দ রাব্বিহ আল-আন্দালুসী। তার রচিত জগদ্বিখ্যাত সাহিত্য কোষটির নাম আল-ইকদুল ফারীদ বা অনন্য কণ্ঠহার।[১৬] এতে গ্রন্থাকার নির্বাচিত গদ্য, পদ্য, ইতিহাস, সংবাদের চম্বুকাংশ, সঙ্গীত, অলংকার শাস্ত্র, সাহিত্য সমালোচনা, নীতিকথা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন।[১৭]

আল-ইকদুল ফারীদ রচনার উদ্দেশ্যে ও নামকরণ

লেখক কয়েকটি উদ্দেশ্যে আলোচিত গ্রন্থটি রচনা করেন। তা হলো- স্পেনের জনগণকে প্রাচ্যের সাহিত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কারণ প্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর ও সাহিত্য স্পেনীয়রা সানন্দে গ্রহণ করত। একই সাথে স্পেনের ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সাহিত্যের সাথে প্রাচ্যের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সেই সাথে প্রাচ্যের লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাজা-বাদশাহদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। স্পেনের জনগণের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করা এবং প্রাচ্যের সাথে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা জানান দেওয়া।[১৮] আল-'ইকদুল ফারীদ গ্রন্থটিকে লেখক العقد নামে অভিহিত করেন। তাঁর সমসাময়িক ও দীর্ঘকাল পরেও গ্রন্থটি এ নামেই পরিচিত ছিল। ইবন শারফ আল-কাইরুয়ানী, ফাতাহ ইবন খাকান (মৃ. ৫২৯ হিজরী) ইবন বাসসাম (মৃ. ৫৪২হি.) তাঁদের লেখনীতে এ গ্রন্থটিকে শুধু العقد নামেই উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে আল-মুসতাতরাফ গ্রন্থাকার আবশীহী (৭৯০-৮৫০হি.) প্রথমে গ্রন্থের নামের শেষে الفريد (অলংকার বা কণ্ঠহার) শব্দটি জুড়ে দেন।[১৯] তখন থেকেই গ্রন্থটি আল-ইকদুল ফারীদ (العقد الفريد) নামে পরিচিতি লাভ করে।

আল-ইকদুল ফারীদ এর বিষয়বৈচিত্র

ইবন 'আব্দ রাব্বিহ তাঁর এই অনবদ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিশেষ পান্ডিত্যের পরিচয় দেন। তিনি আল-ইকদুল ফারীদ গ্রন্থে প্রাচীন রাজা-বাদশাদের কাহিনী, কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী, আরবদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রবাদ-প্রবচন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিকথা, উপদেশ, মরমীবাদ, যুদ্ধ- বিগ্রহ, শোকগাথা, আরবদের বংশ কৌলিন্য, বক্তৃতা, অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দ বিজ্ঞান, সঙ্গীত শাস্ত্র, রম্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন।[২০] আল-'ইকদ শব্দের অর্থ নেকলেস বা কণ্ঠহার।[২১] আর কণ্ঠহার স্বর্ণ, হিরা, জহরত, মনি-মুক্তা, দামী পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। সুতরাং গ্রন্থের নামকরণের

সার্থকতায় লেখক অধ্যায় বিন্যাস ও অধ্যায়ের নামকরণেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর এই সুবিশাল গ্রন্থটিকে ২৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি অধ্যায়কে ভিন্ন ভিন্ন মনিমুক্তা, বা মুল্যবান পাথরের নামে নামকরণ করেন। অত:পর প্রতিটি অধ্যায়কে বিষয়বস্তু অনুসারে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন।[২২] এভাবে অধ্যায়গুলোকে মালার মত একটির পর একটি সাজিয়ে যেন সুগঠিত একটি কণ্ঠহার তৈরি করেন।[২৩]

রাজা-বাদশা ও শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب اللؤلؤة في السلطان)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب اللؤلؤة في السلطان** নামে। **لؤلؤة** অর্থ মুক্তা, মোতি, মুক্তাদানা।[২৪] এই অধ্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২৫] অর্থাৎ রাজা-বাদশাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয় সমূহ যেমন- তাদের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা, রাজা-বাদশাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের রাগ-অনুরাগের বিষয়, তাদের অনুসারীদের জন্য উপদেশাবলী, রাজ কর্মচারী নিয়োগের বিধিমালা, ন্যায় বিচার, অন্যায়ের প্রতিকার, ইমাম ও বিচারকদের গুণাবলী ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়।[২৬] রাজা-বাদশাদের আনুগত্য প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেন,

ينبغي لمن خدم السلطان ألا يغتر به اذا رضي ولا يتغير له اذا سخط ولا يستثقل ما حمله ولا يلحف في مسالته[২৭]

[শাসকের সেবক হবে স্থির, সংযত, দায়িত্বশীল ও আত্মমর্যাদাশীল। প্রশংসায় অহংকার করবে না, নিন্দায় হতাশ হবে না।]

যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الفريدة في الحروب)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب الفريدة في الحروب ومدارأمرها** নামে। **فريدة** শব্দের অর্থ মূল্যবান রত্ন, বহুমূল্য মুক্তা।[২৮] এই অধ্যায়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমনঃ যুদ্ধের কার্যাবলী, যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্য ও সাহসিকতা, চক্রান্ত, সেনাপতিদের উপদেশ, বংশীয় কৌলিন্য, বিরোধীদের প্রতিরোধ, ঘোড়ার গুণাবলী, ঘোড়া সারিবদ্ধকরণ, যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা, শত্রু বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ, শত্রু বাহিনীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষার কলাকৌশল প্রভৃতি।[২৯] যেমন তিনি উল্লেখ করেন,

الحرب: رحى، ثقالُها الصبر؛ وقُطْبُها المكر، ومدارها الاجتهاد[৩০]

[ধৈর্য হল যুদ্ধের চাকা, এর কেন্দ্র হল কৌশল এবং এর মূল চালিকা শক্তি হল পরিশ্রম।]

বদান্যতা সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاد)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاد** নামে। **زبرجدة** অর্থ গোমেদ, স্ফটিক, পীতবর্ণের মনি বিশেষ।[৩১] এই অধ্যায়ে লেখক বদান্যতা ও দানশীলতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করেন। যেমন, উদারতার প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা, ভালো কাজের প্রশংসা, অনুগ্রহ করার প্রতি উৎসাহ দান, কল্যাণকামিতা, কোনো কিছু চাওয়ার ভদ্রতা, দান-দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য লোক, জাহিলী ও ইসলামী যুগের বদান্যতা, বদান্যতার স্তর, বাদশাহদের দানশীলতা প্রভৃতি বিষয়।[৩২] যেমন তিনি উল্লেখ করেন,

إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها، فإنها لا تفنى ؛ وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى[৩৩]

[দুনিয়া যখন তোমার দিকে আসে (অনুগত থাকে) তবে তা থেকে ব্যয় কর (দান কর)। কেননা এটি শেষ হবে না। আর যখন দুনিয়া তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখনও তা দান কর। কেননা, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী।]

প্রতিনিধি দল সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الجمانة في الوفود)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب الجمانة في الوفود** নামে। **جمانة** অর্থ মুক্তা, মুক্তো, মোতি, মুক্তাদানা।[৩৪] লেখক এই অধ্যায়ে প্রতিনিধি দল প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি তুলে ধরেন। যেমন- রাসূল সা., খলিফা, রাজা-বাদশাহদের দরবারে আগত প্রতিনিধি দলের মর্যাদা কেমন হবে, তারা কিভাবে সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ ভাষায় কথা বলবে, বিশেষ করে আগত প্রতিনিধি ও যার নিকট এসেছে তার বক্তৃতা কেমন হবে এবং প্রতিটি প্রতিনিধি দলে সবচেয়ে বাগ্মী, বুদ্ধিমান, সুন্দর উপস্থাপক কিভাবে নির্বাচন করবে প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন।[৩৫]

রাজা-বাদশাদের সাথে সম্বোধন সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك** নামে। **مرجانة** অর্থ প্রবাল, মুক্তাদানা।[৩৬] এই অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে রাজা-বাদশাহদের সম্বোধনের নিয়মাবলী আলোচিত হয়েছে। এমনকি সম্বোধনের ভাষা, রাজা-বাদশাহদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, রাজা-বাদশাহদের হাতে চুম্বন প্রথা, রাজাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, বিমুখতা, কৈফিয়ৎ, অনুগ্রহ প্রার্থনা, স্বীকৃতি আদায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

কোনো চুক্তি বা পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে তাদের সতর্কতা অবলম্বন এবং ক্ষমা, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা, রাজাদের চিঠিপত্রের একটি পরিচ্ছেদ দিয়ে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে।[৩৭] যেমন তিনি উল্লেখ করেন,

كيف زمانك يا معن ؟

قال : يا أمير المؤمنين أنت الزمان؛ فإن صلحت صلح الزمان، وإن فسدت فسد الزمان[৩৮]

[হে মা'য়ান! তোমার সময় কেমন যাচ্ছে? জবাবে তিনি বললেন, হে আমিরুল মোমিনীন! আপনিই তো সময়! সুতরাং আপনি ভাল থাকলে সময় ভালো আছে। আপনি খারাপ থাকলে সময়ও খারাপ।]

জ্ঞান ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الياقوتة في العلم والأدب)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ করেন**كتاب الياقوتة في العلم والأدب** নামে। **ياقوتة** অর্থ ইয়াকুত পাথর, নীলকান্তমণি।[৩৯] এই অধ্যায়ে লেখক ধর্মীয় জ্ঞান ও সদাচারণের মূলনীতি সমূহ আলোচনা করেন। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলোর চেয়ে এ অধ্যায়টি লেখক বেশি বিস্তৃত করেছেন। বলা যায় আল-ইকদুল ফারীদ-এর সবচেয়ে বড় অধ্যায় এটি। জ্ঞান ও আচরণ প্রসঙ্গ দিয়ে অধ্যায়টি শুরু করেন। অতঃপর জ্ঞানার্জন করতে, সংরক্ষণ করতে ও জ্ঞানের পথে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন। জ্ঞানার্জন মহৎ কাজ, জ্ঞানার্জনের শর্ত সমূহ, জ্ঞানীদের সম্মান-মর্যাদা বাড়ানো, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করে রাসূল সা. এর শিষ্টাচারের দিকে অগ্রসর হন।[৪০] যেমন তিনি উল্লেখ করেন,

العلم خير من المال : العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة [٤١]

[সম্পদ থেকে জ্ঞান উত্তম, জ্ঞান তোমাকে রক্ষা করে, আর তুমি সম্পদকে রক্ষা করো, অথচ সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু জ্ঞান কমে না]

প্রবাদ-প্রবচন সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الجوهرة في الأمثال)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর সপ্তম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب الجوهرة في الأمثال** নামে। **جوهرة**অর্থ মণি, মাণিক্য, জহরত।[৪২] এই অধ্যায়ে লেখক আরবি প্রবাদ-প্রবচন সংক্রান্ত আলোচনা করেন। অধ্যায়ের শুরুতে লেখক আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অতঃপর জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ যে সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ (প্রবাদ) কথা বলে গেছেন তা আলোচনা করেন। যেমনঃ আত্মীয়তা, প্রতিবেশী ও উদারতা প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রবাদ আলোচনা করেন।[৪৩] যেমন বলা হয়েছে, **إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ**[৪৪] [বিপদ ভাষার সঙ্গেই সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ কথার কারণেই বিপদ আসে]

উপদেশ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বিষয়ক অধ্যায় (كتاب الزمردة في المواعظ والزهد)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর অষ্টম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب الزمردة في المواعظ والزهد** নামে। **زمردة** অর্থ পান্না, মরকত, মণি।[৪৫] এই অধ্যায়ে লেখক ধর্মোপদেশ, মরমীবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী আলোচনা করেন। আল্লাহ তায়ালা, নবীগণ, লেখক ও জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মোপদেশ, আলেমগণ ও খলিফাগণের মধ্যকার উপদেশাবলী, মরমীবাদ, দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য, আখেরাতে প্রতি উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন, তওবা, অনুতাপ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন।[৪৬] যেমন তিনি উল্লেখ করেন,

من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء [٤٧]

[যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার ভয় সমস্ত কিছুর মাঝে দিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ভয় করে, আল্লাহ তার মনে সব কিছুর ভয় ধরিয়ে দেন।]

শোকগাথা বিষয়ক অধ্যায় (كتاب الدرة في المعازي والمراثي)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর নবম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب الدرة في المعازي والمراثي** নামে। **درة**অর্থ মুক্তা, মুক্তাদানা।[৪৮] এই অধ্যায়ে তিনি শোক প্রকাশ ও শোকগাথা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। শোকগাথা, সমবেদনা, সান্তনা কঠিন হৃদয়কে হালকা ও জমাট অশ্রুকে প্রবাহিত করতে লেখক দুঃখ প্রকাশ করেন। মৃত্যুর সময় কী করণীয় তা তুলে ধরেন। যেমন- তালকিন দেওয়া, কারা মৃত্যুকে ভয় পায়। অতঃপর তিনি বেশ কিছু শোকগাথা রচনা করেন, যা হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে।[৪৯] যেমন কান্না প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন,

فلئِــنْ بكــيناه لحق لنا　　　ولئِنْ تَرَكْنَا ذَاكَ لِلصَّبْرِ
فلمثله جَرَتِ العُيونُ دَماً　　　ولمثله جَمَدَتْ فلم تَجْرِ[৫০]

[কান্না আমাদের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ধৈর্যের কারণে যদি কান্নাকে দমন করি, তবে তা আমাদের জন্য হবে কঠিন পরীক্ষাসম। এমন বেদনায় অশ্রু গড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। আর অধিক শোকে কারো অশ্রু আবার শুকিয়ে যায়।]

বংশধারা ও আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর দশম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب** নামে। **يتيمة** অর্থ অদ্বিতীয় বস্ত, বিস্ময়কর বস্ত।[৫১] লেখক এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে মানবজাতির বংশধারা বর্ণনা করেন। বিশেষ করে আরবদের বংশ বৃত্তান্ত ও তাদের সৎ গুণাবলী বর্ণনা করেন। এর মধ্যে কুরাইশ ও তাদের বংশধারা, তাদের সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের গুণাবলী, মর্যাদা তুলে ধরেন। অতঃপর এসব বংশের উৎস ধারা ও তাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যকার সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তারপর গোঁড়া গোত্রপ্রীতি বা সংকীর্ণমনা আরবদের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। যারা বংশগতি বিদ্যায় কাজ করতে চান, তাদের এই অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ।[৫২]

আরবদের বক্তৃতামালা বিষয়ক অধ্যায় (كتاب العسجدة في كلام الأعراب)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর একাদশতম অধ্যায়ের নামকরণ করেন **كتاب العسجدة في كلام الأعراب** নামে। **عسجدة** অর্থ স্বর্ণ, সোনা, কনক, মনি, জহরত প্রভৃতি।[৫৩] লেখক এই অধ্যায়ে আরব বেদুইনদের বক্তৃতা, কথামালার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আরবদের কথা ছিল মার্জিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। আরবরা সাধারণত দোয়ার মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করতো। যেমন- বলা হয়ে থাকে তুমি যদি দোয়া শুনতে চাও, তাহলে বেদুইনদের থেকে শুনো। তাদের কথাবার্তা প্রশংসা, বদনাম, প্রেমগাথা, অলংকার, বাগ্মীতা, সংক্ষিপ্ততা, দুর্লভ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। আসমায়ী, আবু মাহদিয়া, আবু আল-জাহরার মত বেদুইন পণ্ডিতদের তথ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করেন।[৫৪]

سمعت أعرابياً يقول في دعائه : اللهم إن ذنوبي إليك لا تضرك، وإن رحمتك إياي لا تنقصك ؛ فاغفر لي مالا يضرك ، وهب لي مالا ينقصك [৫৫].

[হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, আর তোমার রহমত আমার প্রতি তোমার কিছু কমিয়ে দেয় না। অতএব, আমাকে সে ক্ষমা করো যা তোমার কোনো ক্ষতি করে না, এবং আমাকে তা দান করো যা তোমার কিছু কমিয়ে দেয় না।]

প্রশ্নোত্তর বিষয়ক অধ্যায় (كتاب المجنبة في الأجوب)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর দ্বাদশতম অধ্যায়টির নামকরণ করেন **كتاب المجنبة في الأجوب** নামে। **مجنبة** অর্থ সেনাদলের পার্শ্বদেশ, বাহু, ডানা।[৫৬] এই অধ্যায়ে তিনি প্রশ্নোত্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করেন। এখানে লেখক এমন কিছু প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করেন, যা শ্রোতাকে অবাক করে দেওয়ার সাথে সাথেই প্রশ্নকর্তাকে বোঝা শ্রোতার জন্য কঠিন মনে হবে। এরপর আকিল ও ইবনে আব্বাসের মধ্যকার প্রশ্নোত্তর পর্বটি উল্লেখ করেন। অতঃপর বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের প্রশ্নোত্তর গুলো উল্লেখ করেন। সবশেষে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক, অহংকার মূলক ও অশ্লীলতা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর পর্বটি উল্লেখ করেন।[৫৭] যেমন একটি অনুচ্ছেদে শাসক হাজ্জাজ এবং এক খারেজীর লা-জাওয়াব প্রশ্নোত্তর পর্ব তুলে ধরেন,[৫৮]

وَقالَ الحَجّاجُ لِرَجُلٍ مِنَ الخَوارِجِ: وَاللهِ إِنَّكَ مِن قَومٍ أَبغَضُهُم قالَ لَهُ: أَدخَلَ اللهُ أَشَدَّنا بَغْضًا لِصاحِبِهِ الجَنَّةَ

[হজ্জাজ এক খারিজি ব্যক্তিকে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি এমন এক কওমের অন্তর্ভুক্ত, যাদের আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি! সে (খারিজি) উত্তর দিল: আমাদের মধ্য থেকে যাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন, আল্লাহ তাকেই তার সঙ্গীর জন্য (আল্লাহর পথে লড়াই করে) জান্নাতে প্রবেশ করান। খারিজি ব্যক্তি বুঝাতে চেয়েছেন, আমরা যতই একে অপরকে ঘৃণা করি না কেন, আল্লাহর হুকুম ও তাকদিরই শেষ কথা। এটি এক ধরণের প্রতিবাদ ও আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। যা শুনে হাজ্জাজ লা-জওয়াব হয়ে যান।

ভাষণ সম্ভার (كتاب الواسطة في الخطب)

লেখক আল-'ইকদুল ফারীদ এর ত্রয়োদশতম অধ্যায়টির নামকরণ করেন **كتاب الواسطة في الخطب** নামে। **واسطة** শব্দের অর্থ কেন্দ্র, মাঝামাঝি, মধ্যস্থ ব্যক্তি।[৫৯] এটি আগের অধ্যায়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অধ্যায়ে লেখক বক্তৃতা ও বাগ্মীতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরবি সাহিত্যের বিখ্যাত খুতবাসমূহ এখানে সন্নিবেশ করেন। যেমন-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায় হজের ভাষণ, খোলাফায়ে রাশিদিনের উপকারী বক্তৃতাসমূহ, বনু মারওয়ান ও বনু আব্বাসের বক্তৃতা, ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদের বক্তৃতা, খারেজিদের বক্তৃতা, বিয়ের খুতবা প্রভৃতি। পরিশেষে বেদুইনদের বক্তৃতা সমূহ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক এই অধ্যায়টি শেষ করেন।[৬০]

পত্র বিনিময় সংক্রান্ত কলাকৌশল (كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات)

এটি আল-'ইকদুল ফারীদ এর চতুর্দশতম অধ্যায়। লেখক এই অধ্যায়ে পত্র বিনিময় সংক্রান্ত কলাকৌশল বা স্বাক্ষর বিষয়ক আলোচনা করেন। যেমন- স্বাক্ষর প্রদান, পত্রের অংশসমূহ, নামজারি, পত্র লেখার সরঞ্জাম, পত্র লেখকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, পত্র সংক্ষিপ্তকরণে সতর্কতা, লেখায় নাম লিপিবদ্ধকরণ, লেখার ক্ষেত্রে সিল মোহরাঙ্কন, লেখকদের সম্মান ও গুণাবলী বর্ণনা করেন। অতঃপর বিখ্যাত লেখকদের কিছু নমুনা লেখা তুলে ধরেন। সবশেষে লেখায় অলঙ্কার, খলিফা ও আমিরগণের স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন।[৬১] যেমন তালহা রা. এর প্রতি হযরত আলী রা. এর একটি তাওকীয়াত, [62] في بيته يؤتى الحكم [আল্লাহ তা'য়ালা তার গৃহে জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বর্ষণ করুন।]

খলিফাদের ইতিহাস বিষয়ক অধ্যায় (كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء)

العسجدة الثانية অর্থ দ্বিতীয় জহরত। এটি আল-'ইকদুল ফারীদ এর পঞ্চদশতম অধ্যায়। লেখক এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী মুসলিম খলিফাগনের দিনকাল ও তাঁদের শাসনামলের এমন কিছু বিষয় তুলে ধরেন, যা ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম আলোচিত ছিল। যেমন রাসূল সা. এর বংশপরিচয়, তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুলের বংশধারা, তাঁর জন্ম-মৃত্যু, গুণাবলী এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী, অত:পর হযরত আবু বকর এর খিলাফত থেকে শুরু করে স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের শাসনকালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষমতার উত্থান-পতনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো তুলে ধরেন।[৬৩]

যিয়াদ, হাজ্জাজ, তালিবিগণ, বারমাকিগণ প্রসংগ (كتاب اليتيمة الثانية في زياد)

চারটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিয়ে লিখিত আল-'ইকদুল ফারীদ এর ষোড়শ অধ্যায় এটি। এখানে লেখক যিয়াদ ইবনে আবিহ, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, তালিবীগণ, বার্মাকিগণের বিভিন্ন খবরাখবর, ইতিহাস, বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তির সাথে তাদের আচরণ, কথোপকথন, তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাগ্মিতা, মনস্তত্ত্ব, রাজ্য পরিচালনা, রাজ্যে শৃংখলা আনয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। এরপর লেখক আব্বাসী শাসন আমলের বিষয়গুলো বর্ণনা করেন।[৬৪]

আরবদের দিনলিপি বিষয়ক অধ্যায় (كتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর সপ্তদশ অধ্যায়টি আমাদের বিশেষভাবে প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের কাছে নিয়ে যায়। আরবদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ আমাদের জন্য লেখক এখানে সহজ পাঠ্য করে সাজিয়েছেন। কায়স যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা দিয়ে লেখক অধ্যায় একটি শুরু করেন। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে দাহেশ, আল গুবারা এবং বাসুসের ঘটনা ও দিনলিপিসমূহ এক ঘেয়েমী ছাড়াই সহজ-সরল ভাবে উপস্থাপন করেন।[৬৫]

কবিতার গুণাবলী সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর অষ্টাদশ অধ্যায় এটি। অধ্যায়টি কবিতার মান-মর্যাদা, ওজন, গুরুত্ব প্রভৃতি জানাতে আমাদের নিয়ে যায় আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শ্রেণির কাব্য কাননে। লেখক এখানে সাহাবা কবি, তাবেয়ী কবি ও বিখ্যাত আলেমদের কবিতায় মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়টি তুলে ধরে অধ্যায় শুরু করেন। বিশেষ করে প্রেমগাথা, ব্যঙ্গ কবিতা, প্রশংসাগাথা উল্লেখের পাশাপাশি কবিতার দোষ-ক্রটিও আলোচনা করেন। অতঃপর কবিদের আচরণ, পরহেজগারিতা, কবিতার বহর, রূপকার্থ, একই শব্দের ভিন্নার্থে ব্যবহার, কবিদের উপাখ্যান, কবিদের দোষ-ক্রটি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।[৬৬] যেমন কবিতা সম্পর্কে রাসূল সা. এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন, **ان من الشعر لحكمة**[67] [নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।]

আরবি কবিতার মাত্রা বিজ্ঞান (كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর উনবিংশ অধ্যায়টি মূলত কবিতার ছন্দ বা মাত্রা বিজ্ঞান সংক্রান্ত। অধ্যায়টি প্রতমত: দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। যার অধীনে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রধান অংশ দুটি হলো আল-ফারশ (الفرش) এবং আল-মাছাল (المثال)। প্রথমটি হলো ভালো-মন্দের দিক থেকে কবিতার উপসর্গ, পুনরাবৃত্তি, ছন্দ পরিবর্তন প্রভৃতি। এই বিষয়গুলোকে লেখক গদ্যের মাধ্যমে মুখস্তযোগ্য করে সংগঠিত করেন এবং দ্বিতীয়ত: উপমার ক্ষেত্রে লেখক ৬৩ ধরনের উপমার সাথে সাথে ৬৩টি উদাহরণও সন্নিবেশ করেন।[৬৮]

বাদ্য সংগীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত বিষয়ক অধ্যায় (كتاب الياقوتة الثانية في علم الألحان)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর বিংশ অধ্যায়টিতে লেখক বাদ্য সংগীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরেন। সুর-সংগীত নিয়ে মানুষের মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে। কিছু মানুষ এটাকে পছন্দ করে, আবার কিছু মানুষ অপছন্দ করে। এ কারণে গ্রন্থাকার এই অধ্যায়টিকে সুর সঙ্গীতের আলোচনার জন্য নির্ধারণ করেন। আনন্দের সাথে সুরবিজ্ঞান, সুন্দর কণ্ঠ প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়ে প্রবেশ করেন। অতঃপর সঙ্গীতের মূল উৎস, গায়কদের খবরাখবর, সুর-সংগীত দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ গণের স্তবক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এসেছে ।[৬৯]

নারীদের গুনাবলী বিষয়ক অধ্যায় (كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর একবিংশ অধ্যায়ে লেখক নারী ও তাদের বিভিন্ন গুণাবলী প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। নারীদের বৈশিষ্ট্য ও নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। কেননা লেখকের প্রতিটি আলোচনায় নারীদের প্রসঙ্গ এসেছে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এ প্রসঙ্গ দিয়ে লেখক অধ্যায়টি শুরু করেন। পরবর্তীতে নারীদের রাগ-অনুরাগের প্রকাশভঙ্গি, নারীদের বৈশিষ্ট্য ও নৈতিকতার প্রশংসা করেন। নারীদের তিনটি খারাপ গুণ, তাদের বিভিন্ন সংবাদ, তালাক, নারীদের ধোঁকা, অজুহাত, তাদের গোপনীয়তা, তাদের প্রতি তিরস্কার, তাদের ভনিতা প্রভৃতি বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করেন।[৭০] বিবাহের জন্য যোগ্য নারীর গুনাগুন বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক বক্তা বলেন,

ابغني امرأة لا تؤنس جاراً، ولا توهن داراً، ولا تثقب نارا[৭১]

[আমার জন্য এমন একজন নারী খুঁজে দাও, যে প্রতিবেশীর সঙ্গে অতিরিক্ত না মিশে, বাড়িকে দুর্বল না করে, এবং (সংসারকে কলহের) আগুনে ছিদ্র না করে।]

মিথ্যা নবী দাবিদার এবং জেদি, বিদ্রোহীদের কাহিনী (كتاب الجمانة الثانية في المتنبيئن والممرودين)

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লেখক বিভিন্ন ধরনের গল্প-কাহিনীর সামাবেশ ঘটিয়েছেন। এটি সবচেয়ে বিনোদনমূলক অধ্যায়গুলোর একটি। এতে যেমন অনেক উৎকৃষ্ট, সমর্থনযোগ্য উপখ্যান সমূহ বর্ণিত হয়েছে। আবার কিছু মিথ্যা নবী দাবিদার এবং জেদি, বিদ্রোহী, ভবঘুরে পথিক, কৃপণ লোকদের গল্প-কাহিনীও উঠে এসেছে। আর এসব গল্পের মধ্য দিয়ে নির্বোধ নারী-পুরুষদের পরিচয় তুলে ধরেন। গল্পের প্রয়োজনে লেখক প্রাসঙ্গিক কবিতার অবতারণাও করেন। মোটকথা পুরোপুরি আনন্দ বিনোদনমূলক অধ্যায় এটি।[৭২]

জীবজন্তু ও মানব স্বভাব বিষয়ক অধ্যায় (الزبرجدة الثانية بيان طبائع الإنسان كتاب)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে লেখক মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবজন্তুর প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। অধ্যায়টিকে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায় হিসেবেও ধরা যায়। এতে মানব ও প্রাণী চরিত্রের গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারগুলো আলোচনা করেন। শুরুতে লেখক প্রবৃত্তির প্রকার এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা করেন। অতঃপর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের কিছু প্রাণী সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অতঃপর লেখক মাসজিদুল হারাম, কাবা, মসজিদুল আকসা, মসজিদে নববী প্রভৃতি স্থানসমূহের আলোচনা করেন। তারপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, হিজামা[৭৩], সেঁক, জাদু-টোনা, বিষক্রিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।[৭৪] জারির ইবন আব্দুল্লাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে কবি উল্লেখ করেন,

لا تركب حماراً ؛ إن كان حديداً أتعب يديك، وإن كان بليداً أتعب رجليك[৭৫]

[গাধার ওপর আরোহণ কর না; যদি এটি চঞ্চল হয়, তবে তোমার হাত ক্লান্ত হবে, আর যদি এটি অলস হয়, তবে তোমার পা ক্লান্ত হবে।]

খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত অধ্যায় (كتاب الفريدة الثانية والطعام والشراب)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর চতুর্বিংশ অধ্যায়ে লেখক খাদ্য ও পানীয় বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেন। এখানে লেখক আরবদের খাদ্যাভাস আলোচনার পাশাপাশি খাবারের নামসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর ঘুম, স্থূলতা ও চলাফেরার উপর খাদ্যের প্রভাব। খাদ্যের প্রকারভেদ, খাদ্যের কোমলতা ও কাঠিন্যতা, ঘনত্ব, উষ্ণতা ও শীতলতা, শুকনো ও ভেজা প্রভৃতি গুণাবলী ধারাবাহিক অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। এরপর যেসব খাবারে পুষ্টিমান কম বা বেশি তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন। সবশেষে মানুষের উদরে বিভিন্ন খাদ্যের প্রভাব আলোচনা করেন।[৭৬]

বিচিত্র কাহিনী (كتاب اللؤلؤة الثانية في النتف والهدايا)

আল-'ইকদুল ফারীদ এর পঞ্চবিংশ অধ্যায়টি লেখক কৌতুকপূর্ণ, বিচিত্র কাহিনী দিয়ে সাজিয়েছেন। অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রে আমাদের আত্মাকে প্রশান্ত ও আনন্দদায়ক করতে হাস্য রসাত্মক বিষয় যেমনঃ ধাঁধা, কৌতুক প্রভৃতি বাছাই করেন।[৭৭]

আল-'ইকদুল ফারীদ এর বৈশিষ্ট্য

সংশ্লিষ্ট তথ্যের সমাহার

লেখক বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত একই ধরনের তথ্যগুলোকে একটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। এ কারণে ইকদুল ফারীদ গ্রন্থটি অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কিছুটা আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ; রাজা-বাদশাহদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলোকে লেখক এক অধ্যায়ে এনেছেন এবং বিষয়বস্তু ও আন্তঃসম্পর্ক অনুসারে আবার তা ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদে সাজিয়েছেন। যাতে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় স্পষ্ট। যেমন রাজা-বাদশাদের অধিকার, তাদের বৈঠক, মন্ত্রী, গভর্নর, বিচারকগণের কার্যাবলী ইত্যাদী।[৭৮]

বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষা

প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ঘটনার পরম্পরা ঠিক রাখতে চেষ্টা করেন। যেমনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম-এর দরবার থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ, তাঁর দরবারে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধির আগমন, তাদের সংখ্যা, আগমনের বিবরণ, ধারাবাহিকভাবে বর্ণনার ফলে পাঠকের জন্য বইটি পাঠ করা সহজ ও বোধগম্য হয়েছে।[৭৯]

বর্ণনার স্পষ্টকরণ

লেখক গ্রন্থটিতে স্বীকৃত, নির্ভরযোগ্য উৎসমূল থেকে তথ্য সন্নিবেশ করেন এবং বর্ণনাকারী, অনুলিপিকারদের দ্বারা সংযোজিত, বিকৃত অংশগুলোও উল্লেখ করে স্পষ্ট করেন।[৮০]

তথ্য যাচাইকরণ

কোন ঘটনা বা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার পূর্বে লেখক তথ্যগুলো একাধিক মাধ্যমে যাচাই করে নিশ্চিত হতেন। যেমন একটি জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া রা. এর মৃত্যুর সময় ইয়াজিদ তার পাশেই ছিলেন কিন্তু লেখক অধিকতর যাচাই করে দেখেন যে, ইয়াজিদ যখন দামেস্ক থেকে অনেক দূরে ছিলেন, তখন মুয়াবিয়া রা. মৃত্যুবরণ করেন।

ঘটনার বাস্তবতা জিজ্ঞাসা

পৌরাণিক কিংবদন্তি কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক তা যথাযথ ভাবে বর্ণনার পর তাতে বর্ণিত অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য দিকগুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যেমন গ্রন্থের একটি স্থানে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি কিনা ১৯০ বছর বেঁচে ছিলেন। তারপর তার চুলগুলো কালো হয়, নতুন দাঁত গজায় এবং তিনি যুবক হয়ে ফিরে আসেন। এমন অসামঞ্জস্য ঘটনাবলী বর্ণনার পর তিনি যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৮১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সম্মিলন

লেখক অত্র গ্রন্থে আরব ইতহাস-ঐতিহ্য বিশদভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি স্পেনের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন। মোটকথা, শুধু স্পেনের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রাচিন জ্ঞান ভান্ডারের সম্মিলন ঘটিয়েছেন।

আল-‘ইকদুল ফারীদ সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষীদের অভিমত

আরবি সাহিত্যে আল-‘ইকদুল ফারীদ এত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যে, একই সাথে গ্রন্থটি সাহিত্যকোষ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুতরাং এর সাহিত্যিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। গ্রন্থটির প্রতিটি পরতে পরতে লেখক যে রত্ন সম্ভারের আয়োজন করে রেখেছেন, যা থেকে পাঠক সাহিত্য রস আস্বাদন করতে পারবেন। লেখক এখানে জাহিলি, ইসলামী, উমাইয়া, আব্বাসী যুগের দুই শতাধিক খ্যাতিমান কবিদের কবিতার শ্লোক, তাঁর রচিত শতাধিক প্রশংসাগাথা সহ প্রচুর কবিতা উল্লেখ করেন।[৮২] বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ঘটনা, প্রবাদ, রহস্য, রম্যসহ সাহিত্যের অন্যান্য শাখা গুলোর সমৃদ্ধ একটি সংকলন এখানে পাওয়া যায়। যা পাঠককে একদিকে যেমন আনন্দ দেবে অন্যদিকে তার জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।[৮৩] এ ছাড়াও তিনি গদ্য ও পদ্যের অসংখ্য বিষয় এ গ্রন্থে আলোচনা করেন। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে লেখক যেমন আরব রীতির অনুসরণ করেন, তেমনি এর বিষয়বস্তুর অধিকাংশই আরদের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

গ্রন্থটিতে ইতিহাসের এত সমৃদ্ধ আলোচনা স্থান পেয়েছে যে, কখনো কখনো এটিকে ঐতিহাসিক উৎস গ্রন্থ সমূহের একটি বিবেচনা করা হয়। যেন এটি আরবদের সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রামাণ্য এক দলিল। এখানে একেবারে জাহিলি যুগ থেকে আব্বাসী যুগের প্রথমার্ধের সাহিত্য ও ইতিহাসের চুম্বকাংশ একত্রিত করা হয়েছে।[৮৪] বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিক সাহিব ইবন আব্বাদ (মৃ. ৯৯৫ খ্রি.) গ্রন্থটি পাঠ করে স্বভাবতই বলে ওঠেন, **هذه بضاعتنا ردت الينا** [ইহা তো আমাদেরই সম্পদ, আবার আমাদের কাছেই ফিরে এসেছে।] [৮৫] ইবনে খাল্লিকান গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,[৮৬] **و صنف كتابه العقد وهو من الكتب الممتعة حوي كل شيء** [তিনি ইকদ গ্রন্থটি রচনা করেন, যেটি আকর্ষণীয়, উপভোগ্য! যা সকল বিষয়কে একত্রিত করেছে। মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. ত্বহা হুসাইন বলেন, **وهومن امهات الكتب فلقد حوي خير ما الف في موضوعه من الكتب السابقه**[87] [এটি অনেক গ্রন্থের জননী! এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গ্রন্থের চেয়ে এটি উত্তম কিছু!]। ঐতিহাসিক জুরযী জায়দান বলেন, **اما العقد فإنه اجل كتب الادب واحواها, او هوكا الخزانة حوت خلاصة العلوم المعصر حتى الطب والموسقي** [আল ‘ইকদ সাহিত্যের সেরা এবং সর্বাধিক বিস্তৃত গ্রন্থের একটি, যা চিকিৎসা ও সংগীত বিজ্ঞানসহ সমসাময়িক জ্ঞানের ভান্ডার।][৮৮] অবশ্য আল-‘ইকদুল ফারীদ সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক আলোচনাও রয়েছে। যেমন: গ্রন্থাকার হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ হাদিসের সাথে কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যেমন- “জ্ঞান অর্জন করো যদি চীন দেশেও যেতে হয়।” এই বাক্যটি বিখ্যাত হলেও এটি হাদিস হিসেবে সহীহ নয়, বরং দুর্বল (**ضعيف**) এবং অনেক মুহাদ্দিস একে মাওযু (বানোয়াট) বলেছেন।[৮৯] অনেক ক্ষেত্রে লেখক অনির্ভরযোগ্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিবরণও গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন। যেমন, **باب الكرم والسخاء** অধ্যায়ে তিনি হাতেম তায়-এর উদারতা বর্ণনায় এমন কিছু কাহিনি বর্ণনা করেন, যেখানে বলা হয়েছে হাতেম তায় একবার তার পরিবারের শেষ উটটিও মেহমানদের ভোজের জন্য জবাই করে দেন। ঐতিহাসিকভাবে এসব বর্ণনা অতিরঞ্জিত এবং আদব সাহিত্যে প্রচলিত ‘আখলাকি গল্প’, যার প্রমাণিক সনদ নেই। কিন্তু লেখক এগুলো তথ্য হিসেবে তুলে ধরেন।[৯০] বিভিন্ন স্থানে কৌতুক ও হাস্যরসাত্মক বিষয়ের আধিক্যও লক্ষ্যণীয়। কিছু জায়গায় অশ্লীল শব্দ এড়িয়ে যেতে পারেননি লেখক।[৯১]

উপসংহার

ইবন আব্দ রাব্বিহ-এর আল-ইকদুল ফারীদ আরবি আদব ও বালাগাত চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনমূলক গ্রন্থ। এতে কবিতা, প্রবাদ, রাজনৈতিক বক্তব্য, নীতিবাক্য, কৌতুক ও ব্যক্তিত্ব-চরিত্র বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের সমাহার দেখা যায়। গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় আরবি মানসিকতা, দরবারি সংস্কৃতি এবং আরব সভ্যতার সাহিত্যিক রুচি অনুধাবনে মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচ্য। এতে কদাচিৎ সহীহ, দুর্বল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের সংমিশ্রণও পরিলক্ষিত হয়; একইসাথে কিছু ঐতিহাসিক অতিরঞ্জন ও রসিকতা ভিত্তিক কিছু অশোভন শব্দও রয়েছে। সুতরাং, এর ব্যবহারকারীর জন্য সমালোচনামূলক পাঠভঙ্গি অপরিহার্য। সব মিলিয়ে, আল-ইকদুল ফারীদ সাহিত্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ, আর তথ্য ও রেওয়ায়েত নির্ভরতার ক্ষেত্রে সতর্ক পাঠের দাবি রাখে। এটি উৎস নয়, বরং তুলনামূলক ও বর্ণনাভিত্তিক গবেষণার সহায়ক উপাদান হিসেবে অধিক উপযোগী।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] ড. ইহসান আব্বাস, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরু সিয়াদাতি কুরতুবা* (বৈরূত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৯খ্রি.), পৃ. ৪৬।
[২] ড. সামি আল-আনি, *দিরাসাতু ফিল আদাবিল আন্দালুস* (বাগদাদ: আল-মুস্তানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ২৬৫।
[৩] *তদেব*।
[৪] ড. মোহাম্মদ আত-তুনজী, *দীওয়ানু ইবন 'আব্দ রাব্বিহ মা'আ হায়াতিহি ওয়া শি'রিহি* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-আরাবী, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১১।
[৫] ড. আহমদ দাইফ, *বালাগাতুল 'আরাব ফিল আন্দালুস* (তিউনিসিয়া: দারুল মা'আরিফ লিততবা'আত ওয়া লিন নাশরি, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১০৭।
[৬] ড. মোহাম্মদ রিদওয়ান আদ-দায়া, *ফিল আদাবিল আন্দালুসিয়া* (দামিস্ক: দারুল ফিকর, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৩০০।
[৭] *তদেব*।
[৮] উমার ফাররূখ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ২১০।
[৯] ড. সামী আল-আনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬।
[১০] ড. আহমদ আমীন, *যহরুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: লাজনাতুত তা'লি, ১৯৫৩খ্রি.), পৃ. ৮৫।
[১১] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *আল- 'ইকদুল ফারীদ*, ৫ম খণ্ড (বৈরত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ১৩।
[১২] আহমাদ হায়কাল, *আল-আদাবূল আন্দালুসি* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ২২৪।
[১৩] ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাই আবনাইয যামান*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১১০।
[১৪] উমার ফাররূখ, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১।
[১৫] ড. মো. নিজাম উদ্দীন, "ইবন 'আব্দ রাব্বিহ: জীবন ও সাহিত্য সাধন', *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩তম সংখ্যা, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১৬৫।
[১৬] *তদেব*, পৃ. ১৬৫- ১৬৬।
[১৭] হানান বিন সাদিরাহ, "আল-'ইকদুল ফারীদ লিইবন 'আব্দ রাব্বিহ দিরাসাতু ফিল মাজমুন ওয়াল মানহাজ ওয়াল খাসায়িস", *গবেষণা অভিসন্দর্ভ*, কুল্লিয়াতুল আদাব ওয়াল লুগাতুল আরাবিয়্যা, মোহাম্মদ খিদির বিসকরা বিশ্ববিদ্যালয়, আলজেরিয়া, ২০১৫খ্রি., পৃ. ২২; ড. হুসাইন মূনিস, *তারীখুল ফিকরিল আন্দালুসি* (মিসর: মাতবা'আতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৫খ্রি.), পৃ. ২৫৭-২৫৮; ড. আহমদ হায়কাল, *আল-আদাবুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহি ইলা সূকুতিল খিলাফাহ*, (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫খ্রি.) পৃ. ২৫৬।
[১৮] ড. 'উমার ইবরাহিম তাওফীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
[১৯] *তদেব*, পৃ. ২৫৭-২৫৯।
[২০] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবুল 'আলামিয়্যাহ, ১৯৮৩খ্রি.) পৃ. ০৪-০৫; আহমদ হায়কাল, পৃ. ২৫৬-২৫৭; ড. হুসাইন মূনিস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭-২৫৮।
[২১] ড. শাওকী দায়ফ ও অন্যান্য, *আল- মু'জামুল ওয়াজীয* (মিসর: মাজমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়া, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ৪২৭; ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *আল- মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ৫৭২।
[২২] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭-০৮; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৬খ্রি.) পৃ. ১৬৬; ড. তাহের আহমদ মাক্কী, *দিরাসাতু ফী মাসাদিরিল আদাব* (কায়রো: দারুল ফিকহ, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ২৮৪-২৮৫।
[২৩] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৫; আহমদ হায়কাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।
[২৪] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮১।
[২৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।
[২৬] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯।
[২৭] *তদেব*, পৃ. ১৩।
[২৮] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০।
[২৯] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, পৃ. ৮৫।
[৩০] *তদেব*।
[৩১] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪০।
[৩২] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।
[৩৩] *তদেব*, পৃ. ১৯০।
[৩৪] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯।
[৩৫] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।
[৩৬] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫৭।
[৩৭] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ০৩।

[৩৮] *তদেব*, পৃ. ০৮।
[৩৯] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫৩।
[৪০] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।
[৪১] *তদেব*, পৃ. ৮১।
[৪২] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭।
[৪৩] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড , পৃ. ০৩।
[৪৪] তদেব, পৃ. ১২।
[৪৫] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৫।
[৪৬] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।
[৪৭] তদেব, পৃ. ৯০।
[৪৮] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯।
[৪৯] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩।
[৫০] তদেব, পৃ. ১৯০।
[৫১] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫৫।
[৫২] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫।
[৫৩] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬৬।
[৫৪] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড , পৃ. ০৩।
[৫৫] তদেব, পৃ. ০৭।
[৫৬] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৩১।
[৫৭] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।
[৫৮] ইকদুল ফারীদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১০।
[৫৯] ড. মুহা. ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২৪।
[৬০] *তদেব*, পৃ. ১৪৫।
[৬১] *তদেব*, পৃ. ২৩৭।
[৬২] *তদেব*, পৃ. ২৮৭।
[৬৩] *তদেব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ০৩।
[৬৪] *তদেব*, পৃ. ২৬৬।
[৬৫] *তদেব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ০৩।
[৬৬] *তদেব*, পৃ. ১১৮।
[৬৭] *তদেব*, পৃ. ১২৩।
[৬৮] *তদেব*, পৃ. ২৭০।
[৬৯] *তদেব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ০৩-৮৭।
[৭০] *তদেব*, পৃ. ৮৮।
[৭১] *তদেব*, পৃ. ১১৭।
[৭২] *তদেব*, পৃ. ১৫৭-২৪২।
[৭৩] হিজামা বা কাপিং থেরাপি হলো একটি প্রাচিন চিকিৎসা পদ্ধতী। এতে প্রদাহ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে শরীর থেকে দূষিত রক্ত, টক্সিন বের করার জন্য কাচ বা প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করা হয়।
[৭৪] *তদেব*, পৃ. ২৪৩।
[৭৫] *তদেব*, পৃ. ২৫৫।
[৭৬] *তদেব*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ০৩।
[৭৭] *তদেব*, পৃ. ৯০।
[৭৮] হানান বিন সাদিরাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।
[৭৯] আল-ইকদুল ফারীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
[৮০] *তদেব*; ড. তাহের আহমদ মাক্কী, পৃ. ২৮৫-২৮৬।
[৮১] ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।
[৮২] *তদেব*, পৃ. ০৪।
[৮৩] ড. 'আব্দুল কাদির রিজক আত-তাবীল, *ইবন 'আব্দ রাব্বিহি ওয়া কিতাবুহু আল-ইকদুল ফারীদ* (মিসরঃ কুল্লিয়াতুদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়া আল-আরাবিয়া লিল-বানাত বিসুহাজ, তাবি), পৃ. ৩৫০।
[৮৪] *তদেব*, পৃ. ৩৫২।
[৮৫] আহমদ হাসান আয-যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (কায়রোঃ দারু নাহদা মিসর লিত-তব'য়ি ওয়ান নাশরি, তাবি), পৃ. ৩২৩; ড. 'উমার ইবরাহিম তাওফীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।
[৮৬] ইবন খাল্লিকান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
[৮৭] ড. 'আব্দুল কাদির রিজক আত-তাবীল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১।
[৮৮] জুরযী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল' 'আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (মিসরঃ মাতবাক্বাহ আল-হিলাল বিল ফাজালাহ, ১৯১২খ্রি.), পৃ. ১৭৩-১৭৪।
[৮৯] আল-ইকদুল ফারীদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
[৯০] আল-ইকদুল ফারীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।
[৯১] হুসাইন ইবন রাশুদ আল-আফনান, *কিতাবুল ইকদ ফিল মিযান*, মিজাল্লাতু ছইদুল ফাওয়াইদ, পৃ. ০১।